April
2024

Newspaper Clips

Based on

Times of India | The Hindu | Economic Times | Financial Express | The Telegraph | Deccan | The Statesman | The Tribune | The Asian Age | Aajkaal | Anandabazar Patrika | Ekdin | Sanmarg | Eisamay | Business Line | Sangbad Pratidin

Chittaranjan National Cancer Institute

Central Library

The Statesman

Date: 01/04/2024

Cancer Mukt Bharat Campaign- The Statesman, 1st April 2024

Cancer Mukt Bharat Campaign: The Cancer Mukt Bharat Campaign has introduced a helpline number which offers a free second opinion from leading oncologists, providing crucial guidance to patients navigating the complexities of cancer diagnosis and treatment. Dr. Ashish Gupta, who is heading Cancer Mukt Bharat said, "First step should be the best step" to win over cancer. The second opinion is recommended to almost all patients who have been diagnosed with cancer treatment, as it's a matter of life and death."

দৈনিক স্টেটসম্যান

Date: 02/04/2024

ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকে মুক্তির পর এইসব পরিবর্তন- দৈনিক স্টেটসম্যান, 2nd April 2024

ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকে মুক্তির পর এইসব পরিবর্তন

ব্রেস্ট ক্যান্সার হলে যত না শরীরের ক্ষতি হয় তার থেকে বেশি মানসিক চিন্তায় ভেঙে দেয়। বিশেষভাবে নারীদের জন্য এ যেন এক আতঙ্কের নাম। আর এটি এমন একটি রোগ, যা শরীরিক ও মানসিক দুভাবেই প্রভাবিত করে।

অনেকে ভয়ের কারণে বেশ ভেঙে পড়েন। এ কারণে মানসিক পরিবর্তনটাও দেখা দেয় বেশি। আর এ ক্যান্সারের জটিলতাও একটু বেশি দেখা যায়। তবে চিকিৎসা নিলে এটি থেকে পরিত্রাণ মেলে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসা নিলে এর প্রতিক্রিয়ায় বেশ কিছু শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসে। তাই এমন সমস্যা কারও হয়ে থাকলে চিকিৎসার পরে কি ধরনের পরিবর্তন হতে পারে তার একটি মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখা ভালো।

এ কারণে আজ থাকছে, ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা নিলে শরীরে যে ধরনের পরিবর্তন আসে—

১. চুল পড়ে যায়

ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা নেওয়ার পর চুল পড়ে যায়। এটি হয় আসলে কেমোথেরাপি নেওয়ার ফলে কোষে আক্রমণ করে চুলের ক্ষতি করে। তাই চিকিৎসা নেওয়ার সময় আপনার মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত, এ বিষয়টি মেনে নেওয়ার বিষয়ে। তবে ভালো খবর হচ্ছে— চিকিৎসা শেষ হওয়ার আগেই আবার চুল গজানো শুরুও হয়ে যেতে পারে।

২. হরমোনজনিত সমস্যা

ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসার কারণে বিভিন্ন ধরনের হরমোনজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর এ সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে মাসিকে পরিবর্তন, রাতে বেশি ঘামা, গরমের ঝলকানি অনুভব করা, ওজন বেড়ে যাওয়া, যোনি শুষ্কতার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এগুলো সবই আপনার হবেই এমন কোনো কথা নেই। তবে এ ধরনের বিষয়ে মানসিকভাবে মেনে নেওয়ার প্রস্তুতি রাখা ভালো।

৩. শরীরের অঙ্গ ফুলে যাওয়া

ব্রেস্ট ক্যান্সারের কারণে অস্ত্রোপচার করা হলে তা আপনাকে লিম্ফেডেমা হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। আর এটি হলে স্তনে বা শরীরের বিভিন্ন স্থানে তরল জমা হয়ে ফুলে যেতে পারে। এমনটি হলে চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. ওজন বৃদ্ধি

ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসার কারণে অনেক নারীরই ওজন বেড়ে যায়। আর এর ফল হিসেবে রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো স্থূলতাজনিত রোগের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

আপনার চিকিৎসার প্রভাবের কারণে এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই এ বিষয়গুলোকে মানসিকভাবে মেনে নেওয়ার মতো প্রস্তুতি রাখার পাশাপাশি কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন। সেগুলো হচ্ছে—

- ওজন বৃদ্ধি এড়াতে প্রচুর ফল, শাকসবজি এবং বিভিন্ন ধরনের পুরো শস্য খাওয়াসহ নিয়মিত স্বাস্থ্যকর ডায়েট মেনে চলতে হবে। চিনি খাওয়া কমিয়ে দিয়ে প্রচুর পানি পান করা এবং শারীরিক ব্যায়ামের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারেন।
- আপনি অতিরিক্ত ঘামতে থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শে কিছু ওষুধ নিতে পারেন যেগুলো আপনার মূত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি কমাতে পারে।
- চুল পড়ে যাওয়া শুরুর আগেই আপনি চুল কেটে নিতে পারেন। এতে আপনার কষ্ট কম হবে। কারণ চুল পড়া শুরু হলে তা অনেক সময় ব্যথা দেয়।
- ত্বকের জ্বালাতন কমাতে আপনি সবসময় ঢোলা জামা পরতে পারেন। এটি আপনার অস্বস্তি অনেকটাই কম বোধ করাবে। এ ছাড়া আইস ব্যাগ বা প্যাড ব্যবহার করলেও অনেকটা আরাম মেলে।

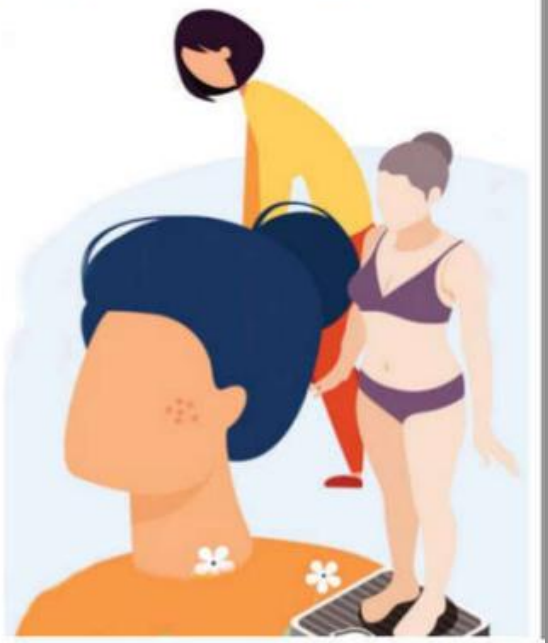

The Statesman

Date: 03/04/2024

Diagnostic test on bowel cancer- The Statesman, 3rd April 2024

Diagnostic test on bowel cancer

People in South Yorkshire with 'red flag' bowel cancer symptoms could bypass the GP and be fast-tracked to hospital for diagnostic tests as part of a new research study.

The new trial, led by researchers at the University of Sheffield and funded by Yorkshire Cancer Research, aims to demonstrate how community pharmacies can be used to speed up the detection of bowel cancer while relieving pressure on the NHS.

Those with symptoms will have the opportunity to benefit from faster, more convenient care by accessing home test kits without the need for a GP appointment.

Dr Matthew Kurien, senior clinical lecturer at the University of Sheffield and consultant gastroenterologist at Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, said, "Bowel cancer kills more people than almost any other cancer, yet early detection rates in the UK still lag behind. Through this study we aim to improve early detection through innovation, prevent unnecessary deaths and uplift deprived groups often most affected by health inequalities."

'Red flag' bowel cancer symptoms include bleeding from the bottom or blood in poo, a persistent and unexplained change in bowel habit, unexplained weight loss, extreme tiredness for no obvious reason and pain or a lump in the stomach.

Pharmacists will be trained to identify these symptoms and speedily distribute FIT (Faecal Immunochemical Test) kits to people visiting the pharmacy for advice. The test detects tiny traces of blood in poo, which can be an early sign of bowel cancer.

If blood is detected, patients will be safely fast-tracked to hospital for further tests to find out if they have cancer. Those with negative FIT results will be advised to discuss their symptoms further with their GP.

The study will focus on the most deprived areas of South Yorkshire, where a shortage of GPs means people have more difficulty booking appointments.

People living in these communities have been found to be less likely to recognise symptoms of bowel cancer, so they are often diagnosed at a late stage when the cancer is harder to treat.

They are also less likely to take part in the national bowel screening programme, which is available to people aged 60 to 74 and is currently being expanded to people aged 50 to 59.

Dr Stuart Griffiths, director of research at Yorkshire Cancer Research, said, "Each year, more than 1,000 people in South Yorkshire are diagnosed with bowel cancer, and half of these cancers are found at a late stage."

Date: 05/04/2024

ক্যান্সার: আদালতের সহানুভূতি চান রিয়া- এই সময়, 5th April 2024

ক্যান্সার: আদালতের সহানুভূতি চান রিয়া

এই সময়, ডায়মন্ড হারবার: চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার রিয়া দাস ও তাঁর স্বামী অভিজিৎ দাসের সম্পর্কে তদন্তের পর্দা যত সরছে, ততই বিস্মিত হচ্ছেন সিআইডির পোড়খাওয়া গোয়েন্দারাও। গত মার্চে নিজের কোয়ার্টারে ওই চিকিৎসককে মৃত অবস্থায় পাওয়ার পর তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল রিয়া, তাঁর স্বামী অভিজিৎ ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল বাকিবিল্লা বোরহানিকে। অভিযুক্তদের পারস্পরিক

ধৃত রিয়া দাস — ফাইল চিত্র

চিকিৎসকের মৃত্যু

সম্পর্কের গোলকধাঁধার জাল কেটে ব্ল্যাকমেলের ধরন খুঁজে বের করে সূত্র স্থাপন করতে মরিয়া সিআইডির হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারা।

হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর গোয়েন্দাদের বক্তব্য, রিয়া এবং তাঁর স্বামী অভিজিৎ রীতিমতো 'ধূর্ত'। ডায়মন্ড হারবার এলাকায় তদন্তের ফলে ধৃত দম্পতির বিভিন্ন চালাকির তথ্য তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। রিয়ার চালাকির অন্যতম নমুনা ছিল ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার 'অজুহাত'। মঙ্গলবার সেই ক্যান্সারের দোহাই দিয়েই আদালত থেকে জামিন পেতে চেয়েছিলেন রিয়া। মৃত চিকিৎসকের পরিবারের আইনজীবী মানস দাস বলেন, 'ডায়মন্ড হারবার আদালত থেকে জামিন পেতে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার যে নথি আদালতে পেশ করেছিলেন রিয়া, তাতে তাঁর শরীরে ক্যান্সারের উপস্থিতি প্রমাণ করা যায় না। তাই বিচারক জেল হাসপাতালে চিকিৎসার কথা জানিয়ে রিয়াকে জেল হেফাজতেরই নির্দেশ দিয়েছেন। মেডিক্যাল টেস্ট করানো হলেই প্রমাণ হবে সত্যিটা কী।'

মৃত চিকিৎসকের পরিবারের দাবি, অতীতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেও অনেক আগেই রিয়া সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তার পরেও যে কোনও কাজ অতি সহজে হাসিল করতে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার সহানুভূতিকে কাজে লাগাতেন ওই তরুণী। ডায়মন্ড হারবার জনকল্যাণ সমিতি'র আহ্বায়ক দেবাশিস চৌধুরীর অভিযোগ, 'ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার সিমপ্যাথিকে কাজে লাগিয়ে সম্পর্কের জালে ফাঁসাতে বিভিন্ন জনকে টার্গেট করতেন রিয়া।' সেই ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার কথা শুনিয়েই কোর্টের সহানুভূতি পেয়ে জামিন পেতে চেয়েছিলেন রিয়া।

The Statesman

Date: 05/04/2024

Make-in-India initiative: Murmu launches India's first home-grown therapy for cancer- The Statesman, 5th April 2024

Make-in-India initiative: Murmu launches India's first home-grown therapy for cancer

STATESMAN NEWS SERVICE
NEW DELHI, 4 APRIL

President Droupadi Murmu on Thursday launched India's first home-grown gene therapy for cancer at IIT Bombay, calling it a shining example of the 'Make in India' initiative.

The launch of India's first gene therapy is a major breakthrough in the battle against cancer, Ms Murmu said. As this line of treatment, named "CAR-T cell therapy", is accessible and affordable, it provides a new hope for the whole of humankind, she said and expressed confidence that it will be successful in giving new lives to countless patients.

The President said CAR-T cell therapy is considered one of the most phenomenal advances in medical science. It has been available in the developed nations for some time, but it is extremely costly, and beyond the reach of most patients around the world. She noted the therapy being launched today is the world's most affordable CAR-T cell therapy.

President Droupadi Murmu addresses a gathering during the launch of India's first home-grown gene therapy for cancer, at IIT Bombay, in Mumbai on Thursday. ANI

The President observed that India's first CAR-T cell therapy was developed through collaboration between the Indian Institute of Technology, Bombay and Tata Memorial Hospital in association with industry partner ImmunoACT. She said that this is a praiseworthy example of academia-industry partnership, which should inspire many more similar efforts.

The President said IIT Bombay is renowned, not only in India but across the world, as a model of technology education. In the development of CAR-T cell therapy, technology is not only being put in the service of humanity, but partnerships have been with an eminent institution from another field as well as with industry.

This has been made possible by the focus IIT, Bombay has placed on research and development over the last three decades. She said that with the knowledge base and skills of the faculty and students of IIT Bombay and other similar institutions, India as a whole, would benefit greatly from the technological revolution underway.

Calling it a shining example of the Make in India initiative, President Murmu was happy that the therapy being launched today is the world's most affordable CAR-T cell therapy.

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 06/04/2024

'PROSTATE CANCER CASES TO DOUBLE GLOBALLY BY 2040'- The Asian Age, 6th April 2024

'PROSTATE CANCER CASES TO DOUBLE GLOBALLY BY 2040'

AGE CORRESPONDENT
NEW DELHI, APRIL 5

Prostate cancer cases are expected to be double, while deaths are expected to increase by 85 per cent between 2020 and 2040, according to The Lancet Commission on prostate cancer. The low- and middle-income countries (LMICs) are likely to bear the 'overwhelming brunt' of this spike. Globally, the study estimated yearly cases of prostate cancer to be 14 lakhs and yearly deaths due to the disease to stand at 3.75 lakh in 2020. The prostate cancer cases are projected to rise to 29 lakh a year and almost seven lakh prostate cancer deaths a year by 2040. The surge in cases is "inevitable", with actual numbers likely to be much higher because of under-diagnosis. The researchers have said that ageing populations and improving life expectancy will lead to more cases of prostate cancer in older men, and given that being 50 years or older is a risk factor, lifestyle changes and public health interventions may not be able to prevent the upcoming surge.

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 07/04/2024

পাশে থাকুক পরিবার, ক্যানসারকে হারিয়ে মত প্রবীণদের- আনন্দবাজার পত্রিকা, 7th April 2024

পাশে থাকুক পরিবার, ক্যানসারকে হারিয়ে মত প্রবীণদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

ক্যানসারে আক্রান্ত বৃদ্ধের জিভে প্রথম অস্ত্রোপচার হয়েছিল ২০১৪ সালে। সাত বছর পরে একই জায়গায় ফের ক্যানসার ও অস্ত্রোপচার। সেই সময়ে তাঁর স্ত্রীরও স্তন ক্যানসার ধরা পড়ে। তবে, থমকে যায়নি দম্পতির জীবন। বরং, শনিবার শহরের একটি ক্যানসার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে এসে স্ত্রী আলপনা চট্টোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে গড়িয়ার বাসিন্দা, আশি বছরের দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় বললেন, ‘‘বয়স্কদের ক্যানসার মানেই কিছু করা যাবে না, এমন ধারণার দিন শেষ। বরং রোগকে জয় করে ভাল থাকার উদাহরণ আমাদের মতো ক্যানসার আক্রান্ত বয়স্করাই।’’

আজ, ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের এ বছরের স্লোগান— ‘আমার স্বাস্থ্য আমার অধিকার’। সেই সূত্রে এ দিন মেডিকা ক্যানসার হাসপাতালের অনুষ্ঠানে আসেন প্রায় ৩০ জন প্রবীণ। ৬৫ থেকে ৯০ বছর বয়সি এই প্রবীণদের কারও এক বছর, কারও বা চার-পাঁচ বছর আগে ক্যানসার ধরা পড়ে। রেডিয়েশন বা অস্ত্রোপচারের পরে আজ তাঁরা সুস্থ। অনুষ্ঠানে তাঁরা শোনালেন ‘নতুন জীবনের’ গল্প। ওই হাসপাতালের চিকিৎসক তথা উপদেষ্টা সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বয়স্কদের ক্যানসার মানে অনেকে ভাবেন, কেন কাটা-ছেঁড়া বা কেমো দিয়ে কষ্ট দেব? উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই ধারণা ভুল। বহু বয়স্ক মানুষ ক্যানসার জয় করে বেঁচে আছেন।’’

যেমন, সার্ভে পার্কের বাসিন্দা, ৭২ বছরের প্রেমেন্দ্রনাথ কুণ্ডু জানান, দু’বছর আগে তাঁর মুখের ক্যানসার ধরা পড়ে। প্রায় সাড়ে দশ ঘণ্টার অস্ত্রোপচারে এক দিকের চোয়াল কেটে বাদ দিয়ে তা পুনর্গঠন করা হয় পায়ের হাড় নিয়ে। তিনি বলেন, ‘‘ক্যানসার-যুদ্ধে বয়স্কদের পাশে থাকুক পরিবার। বিশ্বাস রাখুন চিকিৎসকদের উপরে।’’ ওই ক্যানসার হাসপাতালের অধিকর্তা, চিকিৎসক সৌরভ দত্ত বলেন, ‘‘দিনকয়েক আগে টনসিলের ক্যানসারে আক্রান্ত এক বৃদ্ধের পরিজনদের প্রশ্ন ছিল, ক’দিনই বা বাঁচবেন, অস্ত্রোপচার করে কী হবে? বয়স্কদের স্বাস্থ্য নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা এখনও আছে, যা আদতে অপরাধ।’’ তাই চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁদের আশার আলো দেখানোর উপরে জোর দেন ওই হাসপাতাল গোষ্ঠীর যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর অয়নাভ দেবগুপ্তও।

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 09/04/2024

Gland Pharma gets US FDA nod for cancer drug- The Asian Age, 9th April 2024

Gland Pharma gets US FDA nod for cancer drug

Gland Pharma has received approval from the US health regulator to market a generic medication used to treat breast cancer. The company has received approval from the US Food and Drug Administration (USFDA) for Eribulin Mesylate Injection, it said. The product is expected to be the first generic approval in the market, and the company expects to launch this product soon through its marketing partner, it added.

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 13/04/2024

AIIMS Starts study for cancer tests- The Asian Age, 13th April 2024

AIIMS starts study for cancer tests

New Delhi: The All India Institute of Medical Sciences on Friday launched a multi-centre study with the support of DBT-BIRAC Grand Challenges India in collaboration with WHO's International Agency for Research in Cancer (IARC) to develop and validate low-cost, point-of-care indigenous HPV tests for detection of cervical cancer. The hospital underlined the urgent need of developing and validating low-cost, point of care indigenous HPV tests which can detect the major cancer-causing HPV genotypes in the Indian population to achieve the 2030 targets and incorporate HPV testing into the National Program. The cervical cancer is the fourth most common cancer in women. In India, it is the second most common cancer among women after breast cancer.

Date: 13/04/2024

ক্যান্সারকে জব্দ করে নজির- এই সময়, 13th April 2024

ক্যান্সারকে জব্দ করে নজির

দ্বারকা: রেক্টাল ক্যান্সার ফোর্থ স্টেজে। মৃত্যু দোরগোড়ায়। এমনটা ধরে নিয়েই ইরাক থেকে বছর ৪৭-এর ব্যক্তি এখানে আসেন চিকিৎসা করাতে। জটিল অস্ত্রোপচারে মাধ্যমে তাঁর প্রাণ বাঁচিয়ে ও সুস্থ করে কার্যত দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন দ্বারকার মণিপাল হাসপাতালের চিকিৎসকরা। হাসপাতালের তরফে দাবি, ওই ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রথমে ইরাকেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু সেটা পাইলসের। অর্থাৎ ভুল চিকিৎসা। এর পর ভারতে এসে এই হাসপাতালে দেখান। ধরা পরে ক্যান্সার। সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি বিভাগের প্রধান সঞ্জীব কুমার বলেন, 'ক্যান্সার আক্রান্ত শোনার পর ওই রোগী কার্যত হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমাদের পক্ষেও এই লড়াই অত্যন্ত কঠিন ছিল। কারণ শুরুতে ভুল চিকিৎসার শিকার হয়েছিলেন রোগী। তা ছাড়া ওঁর ওজন ছিল ১২২ কেজি। ক্যান্সারের পাশাপাশি আরও নানা রোগ বাসা বেঁধেছিল শরীরে।' তা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা দীর্ঘ অপারেশন করেন। চলে রেডিয়েশন ও কেমোথেরাপি। এখন তিনি সুস্থ। চিকিৎসকরা জানান, ক্যান্সার নিশ্চয়ই ভয়ের। কিন্তু সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা করালে মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকেও ফেরানো যায়।

সংবাদ প্রতিদিন

Date: 13/04/2024

ক্যানসার না হতেই কেমো, আমেরিকায় চিকিৎসা-বিভ্রাট- সংবাদ প্রতিদিন, 13th April 2024

ক্যানসার না হতেই কেমো, আমেরিকায় চিকিৎসা-বিভ্রাট

টেক্সাস : ভুল চিকিৎসা আমেরিকাতেও হয়! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকা মার্কিন মুলুকে এবার ক্যানসার সম্পর্কিত ভুল চিকিৎসার প্রমাণ মিলল। প্লীহায় রক্তনালির ভিতরে ক্যানসার হয়নি এমন এক রোগিণীকে ক্যানসারের চিকিৎসা করার অভিযোগ উঠল টেক্সাসে। ৩৯ বছর বয়সি এক মহিলা ইনটেনসিভ কেমোথেরাপি দেওয়ার পর জানতে পেরেছেন তাঁর কখনওই ক্যানসার হয়নি। লিসা মঙ্ক নামে ওই মহিলা ২০২২ সালে তীব্র পেটে ব্যথা হওয়ায় হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কিডনিতে পাথর হওয়ায় পেটে ব্যথা হচ্ছে বলে অনুমান করেছিলেন লিসা। কিন্তু বিভিন্ন টেস্টের পর জানা যায়, তাঁর দুটি কিডনিতে পাথর রয়েছে। তবে তাঁর প্লীহায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। এরপর গত বছর জানুয়ারিতে সেই অস্বাভাবিক মাংসল বৃদ্ধি অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল।

লিসা মঙ্কের দাবি, প্লীহা থেকে নমুনা নিয়ে তিনটি প্যাথোলজি ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। সেই টেস্ট রিপোর্টে বলা হয়, এটি একটি বিরল এবং টার্মিনাল ফর্মের ক্যানসারের। একে ক্লিয়ার সেল অ্যাঞ্জিওসারকোমা বলা হয়। অর্থাৎ প্লীহায় রক্তনালির ভিতরে ক্যানসার। যার অর্থ লিসার আয়ু আর মাত্র ১৫ মাস।

একটি ভিডিয়োয় লিসা জানান, "সেই ভয়াবহ খবর আমি পরিবারকে পুরোপুরি জানাইনি। বলেছিলাম শুধু, এটা খারাপ। তবে আমি লড়াই করব। এরপর 'ইনটেনসিভ' কেমোথেরাপি শুরুর জন্য অন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। কেমোর পর সমস্ত চুল পড়ে যায়। দ্বিতীয় কেমোথেরাপির পর বমি এবং সাদাটে ত্বক হয়ে গিয়েছিল।" কিন্তু এ বছরের এপ্রিলে একটি রুটিন চেক আপ করতে গিয়ে মঙ্ক জানতে পারেন, তাঁর ক্যানসার হয়নি। প্যাথোলজি রিপোর্ট এবং তাঁর ডাক্তারের অনুমান ভুল ছিল।

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 14/04/2024

Ganga Ram Hospital expands cancer care- The Asian Age, 14th April 2024

Ganga Ram Hospital expands cancer care

New Delhi: Sir Ganga Ram Hospital announced on Saturday that a comprehensive and holistic cancer care center, along with 200 additional beds, will be commissioned shortly. Speaking on the 69th Founder's Day of the hospital, Dr. Ajay Swaroop, Chairman of the Board of Management, stated that the hospital provided free surgeries for 2,647 patients, 20,078 free X-rays, 2,238 free MRIs, and 2,661 free CT scans during the year 2023 to 2024. "We take pride in our strong emphasis on research and academics, which keeps us at the forefront and sets us apart," said Dr. D.S. Rana, Chairman of the Sir Ganga Ram Trust Society, on the occasion.

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 17/04/2024

ক্যানসার প্রতিরোধে 'জাদু' দেখাবে এআই- আনন্দবাজার পত্রিকা, 17th April 2024

ক্যানসার প্রতিরোধে ‘জাদু’ দেখাবে এআই

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

এআই এখন প্রদীপের সেই ‘জিনি’! চিকিৎসা ক্ষেত্রেও সে গুটিগুটি পায়ে ঢুকে পড়েছে। বর্তমানে ক্যানসার গবেষণা ও চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞদের অন্যতম আশা-ভরসা হয়ে উঠেছে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধা। আর সে কথাই প্রতিধ্বনিত হল আমেরিকার সর্ববৃহৎ ক্যানসার-বিষয়ক সংগঠন ‘আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর ক্যানসার রিসার্চ’ (এএসিআর)-এর বার্ষিক সম্মেলনে। আমেরিকার সান দিয়েগো শহরে সম্প্রতি শেষ হয়েছে চার দিন ব্যাপী সম্মেলন। যোগ দিয়েছিলেন হাজার হাজার দেশি-বিদেশি মানুষ। এঁদের মধ্যে কেউ চিকিৎসক, নার্স, কেউ গবেষক, কেউ নিজেই ক্যানসার রোগী, কেউ আবার রোগীর সেবাশুশ্রূষাকারী ‘কেয়ারগিভার’। ছিলেন ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির প্রতিনিধি, ক্যানসার-সাংবাদিকেরাও। এই সম্মেলনের লক্ষ্য হল— একযোগে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই।

প্রশান্ত মহাসাগরের ধার ঘেঁষে সান দিয়েগো শহর। সুদূর বিস্তৃত সমুদ্র সৈকত, রৌদ্রোজ্জ্বল ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়া, মেক্সিকান খাবার (মেক্সিকো সীমান্তের একেবারে কাছে এ শহর), স্পেনীয় ঔপনিবেশিক ইতিহাসের ছোঁয়া শহরের ইতিউতি। এ সবের টানে সারা বছরই পর্যটকের আনাগোনা লেগে থাকে। তবে বর্তমানে এই শহর আমেরিকার বায়োটেকনোলজি হাব-ও হয়ে উঠেছে। ‘ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া, সান দিয়েগো’ (ইউসিএসডি), ‘সল্ক ইনস্টিটিউট’-এর মতো একাধিক নামজাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এ শহরে। এ বছর তাই এমনই এক শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছিল এএসিআর-এর সম্মেলনের জন্য।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে

■ চলছে এএসিআর-এর বার্ষিক সম্মেলন। *নিজস্ব চিত্র*

ক্যানসার চিকিৎসা ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। ক্যানসার এমন এক অসুখ, যাতে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েও প্রিয়জনকে বাঁচাতে অক্ষম হন। ঘরকে ঘর উজাড় হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগীর মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে, ক্যানসার নিয়েই বহু রোগী দীর্ঘদিন বেঁচে থাকছেন, সম্পূর্ণ সুস্থ না-হলেও তাঁদের জীবনযাপনের মান উন্নত হয়েছে। আমেরিকাতে যেমন মৃত্যুহার ৩৩ শতাংশ কমেছে (বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি)। এই উন্নত চিকিৎসার অন্যতম কারণ ‘পার্সোনালাইজ্ড ট্রিটমেন্ট’। অর্থাৎ রোগীবিশেষে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসা। আর এই ক্ষেত্রেই গবেষক-চিকিৎসকদের সাহায্য করছে এআই।

এএসিআর-এর সম্মেলনে ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, ক্যানসার গবেষক অরিন্দম বসু। তিনি জানান, ‘প্রজেক্ট জিনি’ নামে একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে। এতে অংশ নিয়েছে বিশ্বের ১৯টি ক্যানসার সেন্টার। এই প্রকল্পের লক্ষ্যই হল ক্যানসার সংক্রান্ত হাজার হাজার ক্লিনিক্যাল তথ্য ও জিনোমিক তথ্য এআই-এর সাহায্যে একত্রিত করা। অরিন্দম বলেন, “প্রতিটি ক্যানসার রোগীর রোগ-চরিত্র ভিন্ন। এ হেন কর্কটরোগের বৈশিষ্ট্যগুলি যত বিশদে জানা সম্ভব হবে, তত ক্যানসারকে বাগে আনা সহজ হবে।”

‘ইউনিভার্সিটি অব ম্যাঞ্চেস্টার’-ও একটি প্রকল্পে হাত দিয়েছে। নাম ‘টিম উম্ব’। এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যানসার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে তারা। এই ক্যানসার বাসা বাঁধে জরায়ুর পর্দায়। ‘টিম উম্ব’-এর লক্ষ্য এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যানসারকে ভাল করে জানা এবং রোগের প্রথম পর্যায়েই তাকে চিহ্নিত করার পথ খুঁজে বার করা। গোড়াতেই যদি ক্যানসারের রাশ টানা যায়, সে ক্ষেত্রে রোগীকে বাঁচানো সহজ হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী মাইরিয়া ক্রিসপিন। তিনি ‘মেশিন লার্নিং’-এর উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ক্যানসার রোগীর সম্ভাব্য চিকিৎসা সহজ করে দিতে পারে এআই-প্রযুক্তি। ‘মেমোরিয়াল স্লোয়ান কেটেরিং’-এর কম্পিউটেশনাল অঙ্কোলজি বিভাগের প্রধান সোহরাব শাহ বলেছেন, রোগীর দেহে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স (কোনও ওষুধ কাজ না করার কারণ) অনুমান করতে সাহায্য করবে এআই। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের বিজ্ঞানী লোরেলেই মুচি জোর দিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য এআই-এর সাহায্যে সঠিক ভাবে নথিভুক্তকরণে। কানাডার ‘প্রিন্সেস মার্গারেট ক্যানসার সেন্টার’-এর বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন হাইব-কেন্দের মতে, কার্সিনোজেনেসিস-কে বুঝতে সাহায্য করবে মেশিন লার্নিং।

তবে প্রযুক্তির ‘জিনি’ যতই জাদু দেখাক না কেন, এর পাশাপাশি মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিও যে জরুরি, তা মনে করিয়ে দিয়েছেন অরিন্দম। যেমন, তামাক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া, তামাকজাতীয় দ্রব্যে অতিরিক্ত কর চাপানো, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ক্যানসার স্ক্রিনিং ইত্যাদি। অরিন্দম বলেন, “ধরুন কোনও গেম শোয়ে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হল ক্যানসার পরীক্ষার ফ্রি ভাউচার। সেটা কি সম্ভব নয়! বিষয়টা কিন্তু এতটাই জরুরি।”

The Statesman

Date: 19/04/2024

Robot-assisted functional breast preservation surgery- The Statesman, 19th April 2024

Robot-assisted functional breast preservation surgery: A hospital in Delhi has successfully treated two women suffering from complex and advanced breast cancer with the help of robotic-assisted breast preservation surgery. The team of doctors led by Dr Mandeep Singh Malhotra, director of surgical oncology, CK Birla Hospital, Delhi, performed robot-assisted functional breast preservation surgery (RAFBPS), which is a minimally invasive surgical technique performed using Da-Vinci Robot. Breast cancer is now the most common cancer affecting women in India. It constitutes 14% of female cancers, posing a significant challenge.

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 20/04/2024

INDIAN HAS 2ND HIGHEST CASES OF HEPATITIS: WHO- The Asian Age, 20th April 2024

INDIA HAS 2ND HIGHEST CASES OF HEPATITIS: WHO

New Delhi: India has the world's second highest prevalence of viral hepatitis cases as per World Health Organisation. While hepatitis A and E cause an acute form of the disease, hepatitis B and C lead to chronic liver disease including cirrhosis and liver cancer. The health experts on the occasion of World Liver Day on Friday advised to prioritise liver health to ensure overall well being. Highlighting the importance of treating fatty liver disease in the population which has emerged as concern due to causative linkage with other non-communicable diseases, Dr Shiv Kumar Sarin, director ILBS, said liver is the body's unsung hero, silently performing vital functions and is needed to prioritise liver health. Hepatitis B infection alone accounts for a third of all chronic liver disease and over 50 per cent of liver cancer patients in India. "With such a high disease burden, early detection and intervention are paramount in curbing the impact on millions of lives", said Dr Shuchin Bajaj, Ujala Cygnus Group. Dr Rohan Krishnan, FAIMA chairman, said regular check-ups and screenings are essential for complete treatment of liver issues.

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 25/04/2024

ভারতের রফতানি করা খাদ্যদ্রব্যে 'ক্যানসারের বিষ' পেয়েছে ইইউ- আনন্দবাজার পত্রিকা, 25th April 2024

ভারতের রফতানি করা খাদ্যদ্রব্যে ‘ক্যানসারের বিষ’ পেয়েছে ইইউ

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: ভারতীয় খাদ্যদ্রব্যে ‘ক্যানসারের বিষ’! এমনই অভিযোগ তুলল ইউরোপীয় ইউনিয়নের খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগ। তাদের অভিযোগ, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ভারত থেকে রফতানি করা অন্তত ৫২৭টি খাদ্যপণ্যে ‘বিষ’ পেয়েছে তারা। এর মধ্যে বেশির ভাগই বাদাম, তিল, ভেষজ পদার্থ, মশলা, ডায়েট-ফুড জাতীয় খাদ্যবস্তু। ৮৭টি খাদ্যপণ্যকে সীমান্তেই আটকে দেওয়া হয়েছিল। বাকি খাদ্যদ্রব্যগুলি পরে বাজার থেকে সরানো হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ইথিলিন অক্সাইড নামে একটি বর্ণহীন গ্যাস কীটনাশক ও জীবাণুমুক্ত করার রাসায়নিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। রাসায়নিকটি চিকিৎসা সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যে এই রাসায়নিক কোনও ভাবে মিশে শরীরে ঢুকলে লিম্ফোমা এবং লিউকেমিয়া হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভুক্ত দেশগুলিতে খাদ্য-নিরাপত্তা বিষয়টির উপর নজর রাখে ‘র‍্যাপিড অ্যালার্ট সিস্টেম ফর ফুড অ্যান্ড ফিড’ (আরএএসএফএফ)। তারা জানিয়েছে, ৫২৫টি খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিকটি পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে ৩৩২টি দ্রব্য সরাসরি ভারত থেকে গিয়েছিল। বাকি খাদ্যদ্রব্যগুলিতেও ভারতের নাম জড়িয়ে রয়েছে।

একটি খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষাকারী ল্যাবের মুখ্য আধিকারিক জুবিন জর্জ জোসেফ জানিয়েছেন, ইথিলিন অক্সাইড ছাড়াও আরও দু’টি রাসায়নিকের উপস্থিতি মিলেছে। তিনি বলেন, “এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক ইথিলিন গ্লাইকল। আফ্রিকায় কাশির সিরাপের মধ্যে এই রাসায়নিকটি পাওয়া গিয়েছিল। সিরাপ খেয়ে বহু শিশুর মৃত্যু হয়েছিল সেই ঘটনায়।” জোসেফের বক্তব্য, ইথিলিন অক্সাইড চিকিৎসা সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু একটা বিকল্প কিছু পাওয়া জরুরি। তাঁর কথায়, “ভারতের খাবারের গুণমান ও নিরাপত্তা বিষয়ক কর্তৃপক্ষ ‘দ্য ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যানডার্ডস অথরিটি’ (এফএসএসএআই)-র ভেবে দেখা উচিত, যদি বিকল্প জীবাণুনাশক হিসেবে গামা রশ্মির ব্যবহার করা যায়। তাদের উচিত বিভিন্ন শিল্প-সংস্থাগুলোকে এ বিষয়ে ভাবতে উৎসাহ দেওয়া।”

এই পরিস্থিতিতে ভারতের এক সমাজকর্মী উদ্বেগপ্রকাশ করে বলেছেন, “যে সব খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রফতানি করা হয়, সেগুলি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের। সেগুলোর যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে স্থানীয় বাজারে যা বিক্রি হয়, তার কী অবস্থা কে জানে। সেগুলোও পরীক্ষা করা দরকার।”

সংবাদ সংস্থা

Date: 26/04/2024

ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা, ইউরোপে খারিজ ৫২৭ ভারতীয় খাদ্যদ্রব্য- এই সময়, 26th April 2024

ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা, ইউরোপে খারিজ ৫২৭ ভারতীয় খাদ্যদ্রব্য

এই সময়: অজান্তে কতটা বিষ যে রোজ আমাদের পেটে ঢুকছে, কে জানে! আমাদেরই দেশের তৈরি পাঁচ শতাধিক খাদ্যদ্রব্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আটকে দেওয়ার ঘটনাই এই সন্দেহ উসকে দিলো।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের র‍্যাপিড অ্যালার্ট সিস্টেম ফর ফুড অ্যান্ড ফিড-এর রিপোর্ট থেকে বুধবার জানা গিয়েছে, গত প্রায় চার বছরে ভারত থেকে রপ্তানি করা ৫২৭ ধরনের খাদ্যদ্রব্যে মিলেছে ইথিলিন অক্সাইড নামে এমন একটি জৈব রাসায়নিক যা আদতে কার্সিনোজেনিক। অর্থাৎ, ক্যান্সারের জন্ম দিতে সক্ষম। চিকিৎসকরা চিন্তিত, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কড়াকড়িতে এই সব খাদ্যপণ্যগুলি আটকে গেলেও এ দেশে তো সেগুলি দেদার বিকোচ্ছে এবং আম ভারতবাসীর পেটেও ঢুকে চলেছে লাগাতার!

কোন কোন খাদ্যদ্রব্যে ধরা পড়েছে ইথিলিন অক্সাইড? মূলত প্যাকেটের বাদাম, তিল, ভেষজ পদার্থ, মশলা, ডায়েটিক ফুড এবং অন্যান্য খাদ্যপণ্যে মিলেছে কার্সিনোজেনিক ওই যৌগের অস্তিত্ব। ৫২৭ ধরনের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে আবার ৫৪টি খাদ্যপণ্যের প্যাকেটে 'জৈব' বলে লেবেলও সাঁটা ছিল। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন, তাতে ভুল কিছু নেই। কেননা, ইথিলিন অক্সাইড এক ধরনের ইথার, অর্থাৎ জৈব পদার্থই। ব্ল্যাকলিস্টেড খাদ্যদ্রব্যগুলির মধ্যে ছিল ৩১৩ রকমের বাদাম ও তিল, ৬০ রকমের ভেষজ পদার্থ ও মশলা, ৪৮ রকমের ডায়েটিক ফুড এবং ৩৪ রকমের অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য।

TALKING পয়েন্ট

বিশেষজ্ঞরা চিন্তিত, গোলমরিচের মতো সাধারণ মশলা কিংবা অশ্বগন্ধার মতো ভেষজ পদার্থেও মিলেছে ইথিলিন অক্সাইড। ২০২০-র সেপ্টেম্বর থেকে চলতি এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই সব খাদ্যপণ্যের মোট ৮৭টি কনসাইনমেন্ট তাই বাতিল করে দিয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। সূত্রের দাবি, ১৯৯১ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইথিলিন অক্সাইডকে 'জেনোটক্সিক কার্সিনোজেন' (জিনগত পরিবর্তন করে ও ক্যান্সারের জন্ম দেয়) বলে নিষিদ্ধ করার পর এত খাদ্যপণ্য বা এত কনসাইনমেন্ট গুণগত কারণে বাতিল

এআই

হয়ে যাওয়ার নজির অতীতে আর নেই। র‍্যাপিড অ্যালার্ট সিস্টেমের দাবি, এই যৌগের কোনও সহনসীমা হয় না মানব শরীরে। অর্থাৎ, এই যৌগের অস্তিত্ব যত কমই হোক, তা চরম ক্ষতিকারক।

এখানেই বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলছেন, আমরা তা হলে কতটা সুরক্ষিত? কেননা, খাদ্য সররক্ষণের জন্য প্রিজার্ভেটিভ হিসেবে ইথিলিন অক্সাইডের ব্যবহার তো এ দেশে বিনা বাধাতেই হয়। অথচ বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকা ইথিলিন অক্সাইডের সহনসীমা মানব শরীরে আট ঘণ্টায় ৫ পার্টস-পার-মিলিয়ন হলেও খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে কোনও সহনসীমার কথা উল্লেখ নেই বিজ্ঞানে। ক্যান্সার শল্য-চিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'খাদ্যদ্রব্যে কিন্তু ইথিলিন অক্সাইড ছিটেফোঁটা থাকারও কথা নয়। অথচ আশ্চর্য, ইউরোপে নিষিদ্ধ একটি কার্সিনোজেন এখানে বিনা বাধায় চলছে! এবং ওই সব পণ্যের লেবেলিংয়েও তার উল্লেখ থাকে না! জানি না, আমাদের স্বাস্থ্যের কী হাল হচ্ছে!'

একই সুর ডায়েটিশিয়ান অরিজিৎ দে-র গলায়। তাঁর বক্তব্য, 'ইথিলিন অক্সাইডের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল চরিত্র রয়েছে। সে জন্য সস্তার প্রিজার্ভেটিভ হিসেবে এটি অনেকেই ব্যবহার করে। বস্তুত অনেক বড় ব্র্যান্ডও ব্যবহার করে যৌগটি। আমাদের খাদ্যসুরক্ষা বিধি ইউরোপের মতো কড়া নয় বলেই এমনটা চলছে।' মেডিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট দেবপ্রিয় মণ্ডল জানান, ইথিলিন অক্সাইড খাবারের মধ্যে দিয়ে লাগাতার শরীরে ঢুকলে তার জেরে লিম্ফোমা ও লিউকিমিয়ার মতো রক্তের ক্যান্সারের পাশাপাশি স্তন ও পাকস্থলীর ক্যান্সারের আশঙ্কাও বাড়ে।

দেবপ্রিয়র কথায়, 'কে জানে, আমাদের দেশে যে এই সব ক্যান্সার হু-হু করে বাড়ছে, তার নেপথ্যে ইথিলিন অক্সাইড নেই! অনেক ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই তো তামাকাসক্তির মতো নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।' আর এক অঙ্কোসার্জেন শ্রীনিকেত রাঘবন মনে করেন, ইথিলিন অক্সাইডের কারণে ইউরোপ এত খাদ্যদ্রব্য খারিজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি শুধু চিন্তারই নয়, যথেষ্ট লজ্জারও। তিনি বলেন, 'ক্যান্সারের পাশাপাশি যৌগটি স্নায়বিক নানা সমস্যার পাশাপাশি বন্ধ্যত্বেরও জন্ম দিতে পারে।'

Date: 27/04/2024

গর্ভাবস্থায় ক্যান্সারপ্রবণ টিউমার, সফল প্রসব- এই সময়, 27th April 2024

গর্ভাবস্থায় ক্যান্সারপ্রবণ টিউমার, সফল প্রসব

অস্ত্রোপচারে নজির শহরের হাসপাতালে

এই সময়: গর্ভাবস্থার তিন মাসের মাথায় ডিম্বাশয়ে টিউমার ধরা পড়ে তরুণীর। দেখা যায়, সেটি ক্যান্সারপ্রবণ। স্বাভাবিক কারণেই বিপন্ন হয়ে পড়ে ভ্রূণ। রোগিণীর প্রাণ বাঁচাতে চিকিৎসাবিজ্ঞানেও এমন ক্ষেত্রে গর্ভপাত করে ক্যান্সারের আগ্রাসী চিকিৎসা করাই দস্তুর। কিন্তু প্রথাগত সেই পথে না হেঁটে চিকিৎসকরা চেষ্টা করেন গর্ভস্থ শিশুকেও পৃথিবীর আলো দেখাতে। শেষ পর্যন্ত সফল হয় তাঁদের প্রয়াস। সাবধানী চিকিৎসায় সেই টিউমার বাদ দেওয়া হয় শহরেরই এক বেসরকারি হাসপাতালে। সম্প্রতি সুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তরুণী। অভিনব নজিরে খুশির হাওয়া হাসপাতাল ও পরিবারে।

মেদিনীপুরের বাসিন্দা ক্যান্সার আক্রান্ত তরুণী বছর উনত্রিশের মলিনা জানার একটি বছর আটেকের মেয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় বার তিনি গর্ভধারণ করেন গত বছরের মাঝামাঝি। তিন মাসের মাথায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ধরা পড়ে, জরায়ুতে ভ্রূণের সঙ্গেই ডিম্বাশয়ে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে একটি টিউমার। একাধিক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গেলে সর্বত্রই গর্ভপাত করিয়ে প্রথমে সাজারি ও পরে কেমোথেরাপির পক্ষে রায় দেওয়া হয়। হতাশ তরুণী এর পর কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালের দ্বারস্থ হন। সেখানকার প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বিমান ঘোষের অধীনে শুরু হয় চিকিৎসা। আগাগোড়াই তিনি গর্ভস্থ সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁকে সাহায্য করেন পিয়ারলেসের গাইনি-অঙ্কোলজিস্ট অমিত মণ্ডল। এমআরআই-এর মতো অত্যাধুনিক ইমেজিং-সহ নানা পরীক্ষায় বোঝা যায়, চিকিৎসার ক্ষেত্রে মলিনার বয়স কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় এবং টিউমারের বৃদ্ধিও তেমন আগ্রাসী না-হওয়ায় একটা ঝুঁকি নেওয়াই যেতে পারে।

ভ্রূণ বাঁচিয়ে টিউমার অপারেশন, সন্তান কোলে মলিনা জানা —এই সময়

বিমানবাবু জানান, গর্ভস্থ ভ্রূণকে অক্ষত রেখেই সেইমতো প্রস্তুতি নেওয়া হয় 'স্টেজিং ল্যাপারোটোমি' অস্ত্রোপচারের। গত অক্টোবরে, গর্ভাবস্থার ১৮ সপ্তাহের মাথায় পেট না-কেটে শুধুমাত্র ল্যাপারোস্কোপিক সাজারির সাহায্যেই ডিম্বাশয় থেকে টিউমারটি নিপুণ ভাবে কেটে বের করে নিয়ে ওটি-র মধ্যেই বায়োপসি করা হয়। দেখে নেওয়া হয়, ক্যান্সারপ্রবণ কোনও টিস্যু আর রয়ে গিয়েছে কিনা পেটে। অস্ত্রোপচার ভালো ভাবেই মিটে যায় মলিনার, হয়নি কোনও শারীরিক সমস্যা। এর দিন পাঁচেকের মাথায় হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয় গর্ভবতী তরুণীকে। গর্ভাবস্থায় কেমোথেরাপির রাস্তা থেকেও সরে আসেন চিকিৎসকরা।

পরবর্তী পাঁচ মাস পিয়ারলেসে লাগাতার চেক-আপে ছিলেন মলিনা। দেখা যায়, ভ্রূণের বৃদ্ধি ঠিকঠাকই হচ্ছে। সম্প্রতি ২.৪৫ কেজি ওজনের একটি সুস্থ শিশুকন্যার জন্ম দিয়েছেন ওই তরুণী। স্বাভাবিক ভাবেই পিয়ারলেসের প্রতি কৃতজ্ঞ গোটা জানা পরিবার। অমিতবাবু জানান, গর্ভাবস্থায় পেটে টিউমার হলে প্রথমেই গর্ভপাতের কথা ভাবা ঠিক নয়। ভালো করে পরীক্ষা করে স্পেশালাইজ্‌ড চিকিৎসার মাধ্যমে ভ্রূণকে বাঁচিয়েই টিউমারটি সরানোর কথা ভাবা দরকার। সে কাজটাই সফল ভাবে করা হয়েছে মলিনার ক্ষেত্রে।

Date: 28/04/2024

৫২৭ টি ভারতীয় খাবারে ক্যানসারের 'বিষ' এথিলিন অক্সাইড, চাঞ্চল্যকর দাবি ইউরোপীয় ইউনিয়নের- এই সময়, 28th April 2024

৫২৭ টি ভারতীয় খাবারে ক্যানসারের ‘বিষ’ এথিলিন অক্সাইড, চাঞ্চল্যকর দাবি ইউরোপীয় ইউনিয়নের

দিল্লি, ২৭ এপ্রিল— সম্প্রতি এভারেস্ট, এমডিএইচ মশলা নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে দেখা গিয়েছে ইউরোপিয়ন ইউনিয়নকে। এরই মধ্যে আরেক চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের খাদ্যসুরক্ষা বিভাগ। বিভাগ জানিয়েছে, ভারতের অন্তত ৫২৭টি খাদ্যবস্তুতে এমন ক্ষতিকারক কেমিক্যাল পাওয়া গিয়েছে যা ডেকে আনতে পারে ক্যানসারের মতো মারণরোগ! এই দাবির মাঝেই ভারত থেকে আসা বেশ কিছু খাবারের চালান সীমান্তেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বাজার থেকেও বেশ কিছু ভারতীয় খাবার তুলে নেওয়া হয়েছে।

ইইউয়ের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতের অন্তত ৫২৭টি খাদ্যবস্তুতে বেশ কিছু ক্ষতিকারক পদার্থ পাওয়া গিয়েছে যা মানবদেহের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। ডেকে আনতে পারে ক্যানসারের মতো মারণরোগ। আগেই এভারেস্ট, এমডিএইচ সহ আরও কয়েকটি ভারতীয় মশলা প্রস্তুতকারক সংস্থার পণ্যে নির্ধারিত মাত্রার বেশি পরিমাণে ইথিলিন অক্সাইড মিলেছে। যা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। কারণ, ইইউ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে খাবারে ইথিলিন অক্সাইডের ব্যবহার নিষিদ্ধ। বলে রাখা ভালো, এথিলিন অক্সাইড সাধারণত কৃষিকাজে কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বহু দেশেই খাদ্যে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিছুক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য পরিমাণের ব্যবহারে ছাড় রয়েছে।

তবে এভারেস্টের বিরুদ্ধে প্রথমে অভিযোগ তোলে সিঙ্গাপুরের খাদ্য সুরক্ষা দফতর। সংস্থার জনপ্রিয় ‘ফিস কারি’ মশলায় বিপজ্জনক মাত্রায় কীটনাশক মেশানোর নাকি প্রমাণ মিলেছে। যে কারণে বিবৃতি জারি করে ভারত থেকে সে মশলা আমদানি বন্ধ করে দেয় সিঙ্গাপুর সরকার। ক্ষতিকারক উপাদান মেশানোর অভিযোগ উঠেছে আরেক ভারতীয় মশলা উৎপাদনকারী সংস্থা এমনডিএইচ-এর বিরুদ্ধেও। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরই ভারতীয় খাদ্য সামগ্রী নিয়ে পরীক্ষানিরিক্ষা করে ইইউয়ের খাদ্যসুরক্ষা বিভাগ। তার পরই একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়।

দৈনিক স্টেটসম্যান

Date: 28/04/2024

ক্যান্সার সচেতনতায় রেজারেকশন শিবির - দৈনিক স্টেটসম্যান, 28th April 2024

ক্যান্সার সচেতনতায় রেজারেকশন শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি— ২০০৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করার পর থাকে নানা সমাজ সেবা মূলক কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছে সরকার স্বীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রেজারেকশন। শুধু শহরেই নয়, তিন তিনটি গ্রামেও তারা নানা বিধ কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। তবে কলকাতায় তাদের কাজ ক্যান্সার নিয়ে। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীর পরিবারের পাশে থাকাতেই নিজেদের সার্থক বলে মনে করে এই সংস্থা। সম্প্রতি ইস্টবেঙ্গল মাঠে তারা আয়োজন করে ছিল ক্যান্সার সচেতনতার ওপর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ সচিব রূপক সাহা, প্রাক্তন ফুটবল সচিব রজত গুহ, প্রাক্তন ফুটবলার রঞ্জিত মুখার্জি, ক্যান্সারজয়ী প্রাক্তন ফুটবলার সুরজিৎ বসু ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অঙ্কোলজিস্ট ডাক্তার সৌমেন দাস। শুরুতেই সংস্থার পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক ও মেডেল দিয়ে তাদের স্বাগত জানানো হয়। এছাড়াও ক্লাবের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি ট্রফি ও। উপস্থিত বিশিষ্ঠ ব্যক্তিরা তাদের সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও ডক্টর দাস তার বক্তব্যের মাধ্যমে এই রোগের হাত থেকে কী ভাবে নিজেদের সচেতন করা যায় সেটাও তুলে ধরেন। সব মিলিয়ে এই অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে দারুণ ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়।

April 2024

Newspaper Clips

Chittaranjan National Cancer Institute

Central Library